অধ্যায়-১০: বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ মি. সিহান তার বাবার সাথে একই বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি সিহানের বাবার নামে। ভূমিকম্প হলে বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই কথা চিন্তা করে মি. সিহান বাড়িটি বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন মি. সিহানের বাবা নিজেই বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. সিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে বাড়ির ২য় তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি একপাশে হেলে যায়। মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন নীতির জন্য মি. সিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সিহানের বাবা কি বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না। সাধারণত বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে বিমাযোগ্য স্বার্থের অভাবে মি. সিহানের বিমা চুক্তির প্রস্তাব বিমা কোম্পানি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। অর্থাৎ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি জড়িত থাকে।

উদ্দীপকে মি. সিহান যে বাড়িতে বাস করেন তা তার বাবার নামে ছিল। অর্থাৎ বাড়িটির প্রকৃত মালিক মি. সিহানের বাবা। ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে মি. সিহান বাড়িটি বিমা করার প্রস্তাব করলে বিমা কোম্পানি এতে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মূলত বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির আলোকে বিমা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ বাড়িটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটির মালিক মি. সিহানের বাবা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যা মি. সিহানের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

ঘ উদ্দীপকের উলে-খ্য পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিপূরণ ও সদ্বিশ্বাসের নীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি আদায়ে অযোগ্য হবেন।

বিমা চুক্তি দ্বারা বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাই উভয় পক্ষ বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. সিহানের বাবা নিজ মালিকানাধীন বাড়িটি বিমা করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতির সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে ভূমিকম্পকে উলে-খ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মি. সিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে বাড়ির ২য় তলার কাজ শুরু করেন। যার প্রেক্ষিতে বাড়িটি একপাশে হেলে পরে, যা বিমা শর্তের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

উলে-খ্য পরিস্থিতিতে মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি পাওয়ার অযোগ্য। কারণ বিমাকৃত বাড়িটির সম্ভব্য ঝুঁকি হিসেবে ভূমিকম্পকে উলে-খ করা হলেও তা পুনঃনির্মাণ ত্রুটিতে হেলে পড়ে। এর দ্বারা বিমা চুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ নীতির ব্যত্যয় (Violate) ঘটেছে। এছাড়াও মি. সিহান বাড়ির পুনঃনির্মাণের বিষয়টি বিমা কোম্পানির নিকট গোপন করেছেন, যা বিমা চুক্তির সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ককে লঙ্ঘন করেছে। তাই মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি আদায় করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ▶২ জনাব জমিরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। তিনি তার প্রতিষ্ঠানটি ৫০ লক্ষ টাকায় বিমা করেছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনাব জমির বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উদ্ধারকৃত সম্পত্তি বিমা কোম্পানি দাবি করায়, জনাব জমির শুরুতে তা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে তা প্রদানে বাধ্য হন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. বিমা কাকে বলে? ১

খ. বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিমার কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩

ঘ. সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরেও জনাব জমিরের সম্পত্তি হস্তান্তরে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না? তোমার মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের দায় বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করেন।

খ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষই আবশ্যকীয় সব তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকেন বিধায় বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের (Fiduciary) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ একে অন্যের কাছে চুক্তির বিষয়ে সব তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে বাধ্য থাকেন।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের (Subrogation) নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই নীতি অনুযায়ী, বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করলে বিমা কোম্পানি ঐ সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ বা যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিকানা পায়। এটি বিমা ব্যবসায়ের একটি অন্যতম মূলনীতি।

উদ্দীপকে জনাব জমিরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। প্রতিষ্ঠানটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর বিমা কোম্পানি উদ্ধারকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরের দাবি জানায়। জনাব জমির প্রথমে এতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তিনি পরে সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য হন। বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে বলা যায়।

কারণ, এখানে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। তাই এ নীতি অনুযায়ী এ সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকে জনাব জমিরের বিমাকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরের অস্বীকৃতির সিদ্ধান্তটি স্থলাভিষিক্তকরণ (Subrogation) নীতি অনুযায়ী সঠিক ছিল না।

বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান হলো স্থলাভিষিক্তকরণ। বিমা চুক্তি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের মালিক হবে।

উদ্দীপকে জনাব জমির তার প্রতিষ্ঠানের জন্য বিমা করেন। দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তবুও উদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তর করতে জনাব জমির অস্বীকৃতি জানান।

এখানে, জনাব জমিরের প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি বিমাকৃত সম্পূর্ণ মূল্যই বিমা কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তার ন্যায্য পাওনা পেয়েছেন। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণকৃত সম্পত্তি থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়- তার মালিক হবে বিমা কোম্পানি। তাই বলা যায়, উদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তরে জনাব জমিরের অস্বীকৃতি জানানো উচিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶৩ মি. চৌধুরী জাহাজ ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়া তার কাজ। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে তার একটি জাহাজের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি প্রথমে দাবি পূরণে অপারগতা প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে শর্ত সাপেক্ষে তা পূরণ করতে চায়। *[দি. বো. ১৭]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. মি. চৌধুরীর দাবি পূরণে বিমা কোম্পানির অপারগতা প্রকাশের কারণ কী? ৩

ঘ. কি শর্তে বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীর দাবি পূরণ করবে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব তাহমিদ একটি সুতার কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণের দায়িত্ব তার। এক্ষেত্রে জনাব তাহমিদ তার কারখানার ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে মুনলাইট বিমা কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে মি. চৌধুরী আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করায় বিমা কোম্পানি দাবি পূরণে অপারগতা প্রকাশ করে।

বিমা চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর যতটুকু ক্ষতি হয় ততটুকু ক্ষতিপূরণ করাই বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য। ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তা পূরণ করে।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী জাহাজ ব্যবসায়ী। জাহাজের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়া করেন। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে তার একটি জাহাজের দুই তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক হলেও তিনি বিমা কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তবে বিমা চুক্তির আইনগত উপাদান বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ অবশ্যই ক্ষতির পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। অর্থাৎ মি. চৌধুরীর জাহাজের আংশিক ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীর দাবি পূরণে সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দাবি পরিশোধ করবে।

সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি মূলত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের ক্ষতিতে বিমাকারী সর্বোচ্চ নির্ধারিত মূল্য পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন জাহাজ ব্যবসায়ী। তার বিমাকৃত একটি জাহাজ বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মি. চৌধুরী সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে বিমা দাবি পরিশোধে সম্মত হয়।

বিমা কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে বিমা দাবি পরিশোধ বলতে বিমা চুক্তির আইনগত শর্তকে নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ নীতির আলোকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ দাবি পরিশোধ করবে। আংশিক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতির মূল্য নির্ধারণ করবে।

সহায়ক তথ্য

সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি : বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হলে এ পদ্ধতিতে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্যকে এর বাজার মূল্য দিয়ে ভাগ করে ক্ষতির পরিমাণ দ্বারা গুণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের বাজারমূল্য হিসাবে বিমাগ্রহীতার প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য 'চিত্রা বিমা কোম্পানি লি.' হতে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গাড়িটি হঠাৎ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিটি তার আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অন্যদিকে, বিমা কোম্পানি গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রয় করার পর জনাব আশিক সেটিও দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি তার দাবিটি প্রত্যাখ্যান করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. বিমা চুক্তি কী? ১

খ. বিমাকে 'কেন ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয়'? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিক কোন ধরনের সম্পত্তি বিমা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব আশিকের সর্বশেষ দাবিটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিমার মূলনীতির আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যের ঝুঁকি নিজের কাঁধে নেয়ার জন্য বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে। তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থায় বিমিকারী বিমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে কোনো বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে উক্ত প্রিমিয়াম থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আশিক যানবাহন বা মটর বিমা গ্রহণ করেছেন।

এ ধরনের বিমা মূলত যানবাহন বা মোটরযানকে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য করা হয়। মানুষের জীবন ও যানবাহন (সম্পত্তি) উভয়ই এ বিমার মূল বিষয়বস্তু।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য চিত্রা বিমা কোম্পানি কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গাড়িটি হঠাৎ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন এবং বিমা কোম্পানিও যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এখানে জনাব আশিকের বিমার বিষয়বস্তু হলো তার ব্যক্তিগত গাড়ি। মূলত দুর্ঘটনাজনিত কারণে উদ্ভূত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তিনি এ বিমা করেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব আশিকের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো যানবাহন বা মটর বিমা।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব আশিকের সর্বশেষ দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক।

বিমা ব্যবসায়ের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি। এ নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বা উদ্ধারযোগ্য অংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য চিত্রা বিমা কোম্পানি হতে যানবাহন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দুর্ঘটনায় তার গাড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বিমা কোম্পানিটি এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ বিমা কোম্পানি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রয় করে। জনাব আশিক সম্পত্তি বিক্রয়কৃত এ অর্থ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য দুর্ঘটনার কারণে আশিকের গাড়ির সম্পূর্ণ অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিমা কোম্পানিও চুক্তি অনুযায়ী তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী গাড়ির ধ্বংসাবশেষের মালিক হবে বিমা কোম্পানি। আর এ কারণেই বিমা কোম্পানি গাড়ির ধ্বংসাবশেষ বিক্রির অর্থ জনাব আশিককে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যা অবশ্যই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৫ মিস তাসলিমা তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। মিস তাসলিমা বিমা দাবি পেশ করার কিছুদিনের মধ্যে বিমা প্রতিষ্ঠানটি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ড় গাড়িটি কুমিল-ার একজন ব্যবসায়ী বিশ হাজার টাকায় কিনেন। গাড়ি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ মিস তাসলিমা দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি উক্ত টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। *[রা. বো. ১৬]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মিস তাসলিমা কোন নীতির আওতায় বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থলাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিস তাসলিমার সর্বশেষ দাবি পূরণ না করার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ যে ঝুঁকি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরের কোনো কারণ থেকে উদ্ভূত হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য ঝুঁকি বলে।

নিয়ন্ত্রণ অযোগ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় মানুষের অসহায়ত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ এই ঝুঁকিসমূহ মানুষের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এ ধরনের ঝুঁকি প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক উভয় কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে মিস তাসলিমা বিমার আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতির আওতায় বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থলাভ করেছেন।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি হচ্ছে এমন একটি নীতি যার আওতায় বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক সহায়তা এমনভাবে দেয়া হয় যেন বিমাগ্রহীতা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে তার কোনো ক্ষতিই হয়নি।

উদ্দীপকে মিস তাসলিমা তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ড় হলে মিস তাসলিমা বিমাদাবি পেশ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিমাকারী দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। মূলত ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ড় হলে এবং বিমাচুক্তির সব শর্ত মেনে চললে বিমাদাবি পেশ করার কিছুদিনের মধ্যেই যত দ্রুত পারা যায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়, যা মিস তাসলিমার ক্ষেত্রে হয়েছে। অর্থাৎ মিস তাসলিমা বিমা ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ নীতির আওতায় ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

ঘ বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিস তাসলিমার সর্বশেষ দাবি পূরণ না করাটা যৌক্তিক। কারণ বিমাদাবি পরিশোধ করার সাথে সাথেই বিমাকারী মিস তাসলিমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে এবং বিমাকারী পূর্ণ বিমাদাবি পরিশোধ করলে উক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের ওপর বিমাকারী পূর্ণাঙ্গ অধিকার পায়। বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে অধিকারটি বিমাকারীর কাছে চলে যাওয়া সংক্রাস্ড় নীতিকেই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলা হয়।

উদ্দীপকে মিস তাসলিমা গাড়িটি ত্রিশ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ড় হলে তিনি বিমাদাবি পেশ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিমাদাবি পেয়ে যান।

পরবর্তীতে তার ক্ষতিগ্রস্ড় গাড়িটি কুমিল-ার একজন ব্যবসায়ী বিশ হাজার টাকায় কেনেন। কিন্তু গাড়ি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ মিস তাসলিমা দাবি করলেও বিমা প্রতিষ্ঠানটি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি কার্যকর হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির মূল কথা অনুযায়ী যখনই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমার বিমাদাবি পরিশোধ করেছে তখনই তার ক্ষতিগ্রস্ড় গাড়িটির সকল অধিকার বিমা প্রতিষ্ঠানটির হয়ে গেছে। সুতরাং গাড়িটির বিক্রয়লব্ধ অর্থের মালিক বিমা প্রতিষ্ঠানটি। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমার এই দাবিটি পূরণ করেন নি।

প্রশ্ন ▶৬ মি. শিকদার একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণে এমন একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে চাচ্ছেন, যেখানে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন সেখানে ঝুঁকিও প্রচুর। তার বিনিয়োগযোগ্য মূলধন (সম্পত্তি) হারানোর ভয়ে বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বিমা করতে অপারগতা জানায়। *[দি. বো. ১৬]*

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী? ১

খ. আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. শিকদারের বিনিয়োগযোগ্য মূলধন কোন ধরনের ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত? বিমা ব্যবসায়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. শিকদারের নতুন প্রকল্প বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে অপারগতা জানানো কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ যে নীতির আলোকে চুক্তিতে উলে-খ্য কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলে।

এ নীতি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঝুঁকি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ড় হলে ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে মূল্যায়িত হতে হবে।

গ উদ্দীপকে মি. শিকদারের বিনিয়োগযোগ্য মূলধন আর্থিক ঝুঁকির অন্ড়র্গত।

কোনো দুর্ঘটনা, ঝুঁকি বা বিপদ থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা লক্ষ্য করা যায় তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে। পরিমাপযোগ্য সকল ঝুঁকিকেই আর্থিক ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে মি. শিকদার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য নতুন প্রকল্প চালু করতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং ঝুঁকিও প্রচুর। এক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ ঝুঁকি হলো বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঝুঁকি। এ বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঝুঁকি পরিমাপযোগ্য। এ ক্ষেত্রে মি. শিকদারের অর্থের অঙ্কে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া এ ঝুঁকি আর্থিক অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হওয়ায় এটি আর্থিক ঝুঁকির অন্ড়র্গত।

ঘ উদ্দীপকে মি. শিকদারের নতুন প্রকল্প বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমা করতে অপারগতা প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিমা ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে কাম্য পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণের ওপর। বিমা কোম্পানি যদি নিজের সামর্থ্যের বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করে তবে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে গিয়ে কোম্পানি আর্থিক সংকটে পড়ে।

উদ্দীপকে মি. শিকদার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, শিল্পের সম্প্রসারণে তিনি একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান। যেখানে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ বেশি প্রয়োজন এবং ঝুঁকি প্রচুর। ঝুঁকির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়ায় বিমা কোম্পানি বিমা প্রস্ড়াব গ্রহণে অপারগতা জানায়।

বিমা কোম্পানি মূলত তার সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি গ্রহণের নীতি মেনে চলায় এ ঝুঁকি বর্জন করেছে। বৃহৎ ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পায়। তাই সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি গ্রহণের নীতি অনুসরণ করায় মি. শিকদারের বিমা প্রস্ড়াবটি বিমা কোম্পানি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সুতার ব্যবসায়ী তারেক সুতার গুদাম বিমা করেছিল। সুতার পরিমাণ সঠিকভাবে উলে-খ না করায় বিমা কোম্পানি তার বিমা চুক্তি বাতিল করেছে। অন্যদিকে রাসেল ১৫ বছর মেয়াদি ১০,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বিমা গ্রহণ করে। ১ বছর ৫ মাস পর যখন রাসেল বিমার কিস্ড়ি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে তখন কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি। এমতাবস্থয় রাসেল খুবই মর্মাহত হলেন।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. শস্য বিমা কাকে বলে? ১

খ. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিমা কোম্পানি কেন বিমাচুক্তি বাতিল করেছে? বিমার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাসেল বিমা কোম্পানি হতে কোন অর্থ না পাওয়ার কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি কাজে বিদ্যমান প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলকে শস্য বিমা বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তু যেসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে প্রত্যক্ষ কারণের নীতি বলে।

প্রত্যক্ষ কারণগুলো বিমাচুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। বিমাচুক্তিতে লিপিবদ্ধ প্রত্যক্ষ কারণগুলো ছাড়া অন্য কোন কারণে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমা দাবি দেয় না।

গ চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের নীতির লঙ্ঘনের কারণে বিমা কোম্পানি বিমাচুক্তিটি বাতিল করেছে।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে সকল গুর"ত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অপরের নিকট বাধ্য থাকে। বিমা চুক্তির এই নীতি হল চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের নীতি।

উদ্দীপকের সুতার ব্যবসায়ী তারেক সুতার গুদাম বিমা করেছিল। তারেক বিমা কোম্পানির কাছে সুতার পরিমাণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি। এজন্য বিমা কোম্পানি তার বিমাচুক্তি বাতিল করেছে। তারেক বিমাচুক্তির একটা গুর"ত্বপূর্ণ নীতি ভঙ্গ করেছে। তারেক সাহেবের দায়িত্ব ছিল বিমা কোম্পানিকে সঠিক তথ্য দেওয়া। ইচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনার জন্য বিমা কোম্পানি যেকোনো সময় বিমাচুক্তি বাতিল করতে পারে। তাই চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের অভাব থাকায় বিমা কোম্পানি তারেক সাহেবের চুক্তিটা বাতিল করেছে।

ঘ উদ্দীপকের রাসেল সমর্পণ মূল্যের শর্ত পূরণ না করায় কোন অর্থ পায়নি।

বিমাগ্রহীতা বিমাপত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধে অসমর্থ্য হলে তিনি তা বিমা কোম্পানির কাছে সমর্পণ করে কিছু অর্থ পেতে পারেন। এরূপ গ্রহণীয় অর্থই হল সমর্পণ মূল্য। সমর্পণ মূল্য মূলত প্রিমিয়ামের একটা অংশ।

উদ্দীপকের রাসের ১৫ বছর মেয়াদি ১০,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। সে নিয়মিত ১ বছর ৫ মাস প্রিমিয়াম প্রদান করে। তারপর কিস্ড়ি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি। কোম্পানির বিবেচনায় সে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার যোগ্য নয়। এজন্য বিমা কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি।

বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম পরিশোধ এ অসমর্থ্য হলে বিমা কোম্পানির কাছে তা সমর্পণ করে সমর্পণ মূল্য পেতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ২ বছর কিস্ড়ির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। ২ বছর কিস্ড়ি প্রদানের পরই কেবল বিমাগ্রহীতা সমর্পণ মূল্য দাবি করতে পারবে। উদ্দীপকের রাসেল ১ বছর ৫ মাস নিয়মিত কিস্ড়ি প্রদান করেছে। সমর্পণ মূল্যের শর্ত পূরণ না হওয়ায় সে কোন অর্থ পায়নি।

প্রশ্ন ▶ ৮ ঢাকার কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ড় ক্ষতিপূরণের শর্তে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই কবিরের পণ্য পরিবহনকৃত জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী? ১

খ. বিমাকে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. কবির কোন ধরনের বিমা গ্রহণ করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. কবির কী বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি মালিকানাধীন পরিচালিত জীবন বিমা সংশি-ষ্ট একক প্রতিষ্ঠানটিই জীবন বিমা কর্পোরেশন।

খ বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার সদ্বিশ্বাসের উপর চুক্তি সংঘটিত হয় বলে বিমাকে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি। উভয় পক্ষ সকল গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সত্য তথ্য আদান-প্রদান করে। এটাই চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাস।

গ কবির নৌ বিমা গ্রহণ করেছিলেন।

নৌপথে পরিবহনকালে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণত এ ধরনের বিমা করা হয়। ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক বিমাকারী তা প্রদান করে। চুক্তিতে উলি-খিত কারণে ক্ষতি হলেই কেবল ক্ষতি পূরণ করে।

উদ্দীপকের কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, জলদুস্যর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি বিমাচুক্তি করেন। সমুদ্রের বিপদ বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নৌ বিমা করা হয়। তিনি যেহেতু সমুদ্রের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিমা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি নৌবিমা করেছিলেন।

ঘ কবির বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

নৌবিমার ক্ষেত্রে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোন ক্ষতি সংঘটিত হয় তখন বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ দিবে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য বিমা কোম্পানি দায়ী নয়।

উদ্দীপকের কবির সাহেব ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ড় ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। কিন্তু অন্যদিকে এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তার ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। নৌবিমার ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে পরিমাণ ক্ষতিই হোক বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে। কিন্তু এটা হতে হবে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কবির সাহেবের বিমাচুক্তি সম্পন্ন হবার পূর্বেই তার জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এখানে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এর হাতে অধিকার আছে বিমাচুক্তিটা বাদ দেওয়ার। কারণ এই চুক্তিটি সম্পন্নই হয়নি। সেখানে বিমাদাবি চাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তবে বিমাচুক্তিটি সম্পন্ন করা হলে বাকি অর্থের জন্য কবির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা পাবেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কবির সাহে বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী নন।

প্রশ্ন ▶৯ মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ড় ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে দুই লক্ষ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি চুক্তির সময় তার রোগের বিষয়টি উলে-খ করেননি। তিন মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? বর্ণনা করো। ২
গ. মি. আবুল বিমা চুক্তির কোন নীতি লঙ্ঘণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্ড়টি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি বহনের প্রতিদান মূল্যই হলো প্রিমিয়াম।

খ বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে বলে বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

বিমা হলো সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা চুক্তিতে উলি-খিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

গ মি. আবুল বিমা চুক্তির 'সদ্বিশাসের সম্পর্কের নীতি' লঙ্ঘন করেছেন।

বিমা হলো বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি। এর আওতায় বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী একে অপরকে বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। যা সদ্বিশাসের নীতি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ড় ব্যক্তি। তিনি দুই লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। চুক্তির সময় তিনি তার রোগের বিষয়টি উলে-খ করেননি। বিমা চুক্তির 'চূড়ান্ড় সদ্বিশাসের নীতি' অনুসারে বিমা চুক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে সম্ভাব্য এমন সব তথ্য উভয় পক্ষ পূর্ণ প্রকাশ করতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা কোনো তথ্য গোপন করলে বিমাকারী চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। উদ্দীপকে মি. আবুল তার রোগর বিষয়টি বিমাকারীর কাছে প্রকাশ করেনি। যা চূড়ান্ড় সদ্বিশাসের নীতির লঙ্ঘন।

ঘ উদ্দীপকে মি. আবুলকে বিমাদাবি পরিশোধে বিমা কোম্পানির অস্বীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিমা হলো পরম বিশ্বাসের চুক্তি। এ চুক্তিতে উলি-খিত কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমাকারী তা পূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকে মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ড় ব্যক্তি। তিনি একটি বিমা কোম্পানি থেকে দুই লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তবে বিমাপত্রে ক্যান্সারের বিষয়টি উলে-খ করেননি। তিন মাস পর তিনি মারা যান। তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ড় হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. আবুল 'পরম বিশ্বাসের নীতি' অনুযায়ী বিমা কোম্পানিকে সকল তথ্য প্রদান করেন নি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ড়, এ তথ্যটি গোপন করা হয়েছে। যার ফলে 'পরম বিশ্বাসের নীতি' ভঙ্গ করা হয়েছে। তথ্য গোপন করায় বিমা কোম্পানি তার সম্ভাব্য মৃত্যু ঝুঁকির চেয়ে কম হারে প্রিমিয়াম ধার্য করেছে। এক্ষেত্রে মি. আবুলের মৃত্যুতে বিমা দাবি পরিশোধ করতে হলে বিমা কোম্পানির ক্ষতি হবে। তাই বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১০ জাহিদ এন্ড সন্স ৪০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকার বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উলে-খিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়ে যায়। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ২৫,০০,০০০ টাকা। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ২০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে। শরিফ জাহিদকে বললেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু ১৭,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. ব্যবসায়িক ঝুঁকি কী? ১
খ. আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. জাহিদ এন্ড সন্স কোন ধরনের বিমা করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শরিফ এর বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ১৭,০০,০০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ড় অসুবিধার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিই হলো ব্যবসায়িক ঝুঁকি।

খ একিট সম্পত্তির বিপরীতে একাধিক বিমা করা হলে বিমা কোম্পানিগুলো যে নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণের নীতি বলে।

একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর কাছে বিমা করা যায়। সহবিমাকারীগণ তখন বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করে। যে বিমা কোম্পানির কাছে যে পরিমাণ অংশ বিমা করা হয় তারা সেই হারে বিমা দাবি প্রদান করে থাকে। কিন্তু সর্বমোট বিমার পরিমাণ সম্পদের আসল মূল্যের সমান অথবা কম হতে হবে।

গ জাহিদ এন্ড সন্স এর বিমাটি অগ্নিবিমা।

এ ধরনের বিমা সাধারণত অগ্নিকান্ডের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য করা হয়। চুক্তিতে উলি-খিত কারণে সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

হয়ে থাকে। উদ্দীপকের জাহিদ এন্ড সন্স ৪০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকায় বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উলি-খিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ২৫,০০,০০০। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ২০,০০,০০০ টাকা আদায় করা যাবে। অগ্নিবিমার চুক্তি অনুসারে বিমা করার সময় সম্পত্তির যে মূল্যে বিমা করে শুধু সেই মূল্য বিমা কোম্পানি প্রদান করে। অগ্নিবিমাতে সাধারণত সম্পূর্ণমূল্য বিমা করা হয় না। কারণ আগুনে পুড়ে সম্পদের মূল্য শূন্য হয়ে যায় না। তাই কিছু অংশ বিমা করা হয়। উদ্দীপকে ও দেখা যায়, সম্পদের অর্ধেক বিমা করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বলতে পারি যে বিমাটি অগ্নিবিমা ছিল।

ঘ শরিফের বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ১৭,০০,০০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত না।

জাহিদের মূল্যায়িত অগ্নিবিমা পত্রটির মূল্য আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। এ ধরনের বিমার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সম্মিলিতভাবে মূল্য নিরূপণ করে। বিমাপত্রে উলি-খিত সুনির্দিষ্ট কারণে সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারি সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য বাজার মূল্য যাই থাকুক।

উদ্দীপকের শরিক জাহিদকে বলেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু ১৭,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে। বিষয়টি মূল্যায়িত বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না। তিনি অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছেন। তাই আমি তার মতের সাথে একমত না। মূল্যায়িত বিমাপত্রের মূল্য প্রথমেই নির্দিষ্ট থাকে। বাজার মূল্য যাই হোক না কেন যে মূল্যে মূল্যায়িত করে বিমাপত্রটি খোলা হয়েছিল সেই মূল্যটা এখানে বিবেচিত হয়। সম্পদিটির যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য ২৫,০০,০০০ টাকা। জাহিদ ক্ষতিপূরণ পাবে ২০,০০,০০০ টাকা। কারণ ২০,০০,০০০ টাকায় সম্পদটি মূল্যায়িত করা হয়েছিল। একইভাবে বাজারমূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হলেও সে ২০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি পূরণ পাবে।

প্রশ্ন ▶১১ মি. অমূল্য বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থাও সুবিধাজনক নয়। অন্যদিকে তার বন্ধু বিজয় সরকারি চাকুরে। বন্ধু বেতন কম পেলে কী হবে, সে তো চাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমূল্য বিমা কর্মকর্তাকে করণীয় জিজ্ঞাসা করলেন। কর্মকর্তা বললেন, এমন পলিসি আছে যেখানে পেনসনের মত টাকাই শুধু নয় নানান সুবিধাও পাওয়া যাবে। মি. অমূল্যের প্রশ্ন, যদি আমি তা শেষ পর্যন্ড় চালাতে না পারি তবে কী হবে? বিমা কর্মকর্তার জবাব, এমন অবস্থা হলে বিমা কোম্পানি আপনার টাকা মেরে খাবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১

খ. যৌথ বিমা বা যুগ্ম বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. অমূল্যকে বিমা কর্মচারী কোন ধরনের বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. অমূল্যের কি শেষ পর্যন্ড় বিমা কর্মকর্তার কথায় আস্থা রাখা উচিত হবে? বিশে-ষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ড় প্রিমিয়াম পরিশোধ করে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বিমা দাবি পায় না তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ একই বিমা পলিসির আওতায় একের অধিক ব্যক্তির জীবন একত্রে বিমা করা হলে তাকে যৌথ বা যুগ্ম বিমাপত্র বলে।

জীবন বিমার শুরুর দিকে একক জীবন বিমা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে বিমাগ্রহীতার প্রয়োজনে যৌথ বিমাপত্রের আবির্ভাব ঘটে। একাধিক ব্যক্তির জীবন এক সাথে স্ত্রী একত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ বিমা চুক্তি করতে পারেন। শুধু জীবন বিমার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

গ মি. অমূল্যকে বিমা কর্মচারী সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমাকৃত অঙ্ক পায় মনোনীত ব্যক্তি। আর বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে সে নিজেই বিমাকৃত অর্থ ভোগ করে।

উদ্দীপকে মি. অমূল্য বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। তার বন্ধু বিজয় কম বেতনে চাকরি করলেও চাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমূল্য পেনশন সুবিধা পাওয়ার জন্য বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ নেন। বিমা কর্মকর্তা তাকে এমন বিমাপত্র নিতে বলেন, যেখানে পেনশনের সুবিধা লাভের পাশাপাশি নানান সুবিধা পাবেন। বিমা কর্মকর্তা মূলত তাকে মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে বলেছেন। এর আওতায় নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পেনশনের মত একত্রে মোটা অঙ্কের টাকা পাবেন। আবার এ সময়ের মধ্যে মারা গলে তার পরিবার বিমাকৃত টাকা পাবেন। যা তার বন্ধুর পেনশনের চেয়ে সুবিধাজনক। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা মি. অমূল্যকে সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে বললেন।

ঘ মি. অমূল্যের শেষ পর্যন্ড় বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ মতো সাধারণ মেয়াদি বিমা খোলা উচিত।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে মেয়দি জীবন বিমাপত্র। এ বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকলে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত অঙ্ক পায়।

উদ্দীপকে মি. অমূল্য বেসরকারি চাকরি করেন। তার বন্ধু বিজয় কম বেতন সরকারি চাকরি করেন। বন্ধু বিজয় চাকরি শেষে পেনশন পাবেন কিন্তু তিনি পাবেন না। তাই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিমা কর্মকর্তা তাকে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র নিতে বলেন। যা থেকে পেনশনের মতো সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

মেয়াদি বিমাপত্র নিশ্চিতভাবে বিমাকৃত অর্থ পাওয়া যায়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যু বা বেঁচে থাকার যে কোনো অবস্থায় বিমা দাবি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় জনাব অমূল্যের এ বিমাপত্র গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া প্রিমিয়াম চালাতে অসমর্থ হলে সমপর্ন মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এ বিমায়। তাই বিমা কোম্পানি দ্বারা মি. অমূল্যের টাকা মেরে খাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ সকল সুবিধা বিবেচনায় মি. অমূল্যের উচিত কর্মকর্তার কথায় আস্থা রাখা।

প্রশ্ন ▶১২ বিপর্যয়জনিত অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে প্রভাব বিস্ড়ার করে থাকে। অপ্রত্যাশিত এবং মানুষের এ না চাওয়া অনেক ঘটনার ফলে মানুষের মূল্যবান অনেক সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নানারকম ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট এই অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার জন্য বিমা নামে একটি চুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয় মানুষজন। এই পদ্ধতিকে বহু ব্যক্তির মধ্যে ক্ষতি বন্টনের সমবায় ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত করা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. বাজি চুক্তি কী? ১

খ. "বিমা চুক্তি বাজি ধরার চুক্তি নয়"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মানুষের মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য বিভিন্ন বিমার গুরুত্ব আলোচনা করো। ৩

ঘ. "বিমা হলো ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা"-এ উক্তি সম্পর্কে তোমার মতামতের যথার্থতা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তির বিষয়বস্তুতে পক্ষসমূহের সংগত স্বার্থ জড়িত থাকে না তাই বাজিচুক্তি।

খ বিমা চুক্তি কোন বাজি ধরার চুক্তি নয়।

বাজি চুক্তিতে বৈধ চুক্তির অনেক অপরিহার্য উপাদান উপস্থিত থাকে না। এই চুক্তি আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে বিমাচুক্তিতে চুক্তির বিষয়বস্তুর উপর উভয়পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে। বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের ভিত্তিতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয়। যে অনিশ্চিত ঘটনার জন্য চুক্তি করা হয় ঐ

ঘটনা ঘটা বা না ঘটার উপর লেনদেন নির্ভর করে না। সুতরাং বিমা চুক্তি বাজি ধরার চুক্তি নয়।

গ মানুষের মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য বিমার গুর"ত্ব অপরিসীম।

মানুষের জীবন ও সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো আর্থিকভাবে মোকাবিলা করাই হল বিমা। বিমাকৃত সম্পদের কোন ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
উদ্দীপকে বিমা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বিপর্যয়জনিত অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্ড়ার করে থাকে। অপ্রত্যাশিত অনেক ঘটনার ফলে মানুষের মূল্যবান অনেক সম্পদের ক্ষতি হয়। নৌবিমার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিমা ব্যবসার সুফলে মানুষ নিরাপদে পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারে। নানারকম ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্য বিমা কোম্পানির কাছে মানুষ দ্বারস্থ হয়। বিমাকে অনেকে ঝুঁকি বণ্টনের সমবায় ব্যবস্থাও বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের কলকারখানায় যেকোনো সময় অগ্নিকা" ঘটাতে পারে। অগ্নিবিমাপত্র উক্ত ঝুঁকির দায়িত্ব নেয়। সুতরাং মানুষের মূল্যবান সম্পত্তির জন্য বিমার গুর"ত্ব অপরিসীম।

ঘ 'বিমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা' এ উক্তিটি বিমার জন্য একটি যথার্থ উক্তি।
মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সমবায়মূলক ব্যবস্থা হলো বিমা। বিমাকারী একজন বিমগ্রহীতার ঝুঁকি সব বিমাগ্রহীতার মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেয়।
উদ্দীপকে বিমার ঝুঁকি বণ্টন ব্যবস্থা কথা বলা হয়েছে। এক সঙ্গে অনেকগুলো বিমাগ্রহীতার বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি থাকে। সব বিমাগ্রহীতারই ঝুঁকি থাকে। বিমাকারী কোম্পানি এই সমস্ড় বিমা গ্রহীতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যে যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় বিমাকারী তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণটি আসে সমস্ড় বিমাগ্রীতার প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে। বিমা গ্রীতারা যখন প্রিমিয়াম প্রদান করে বিমাকারী সেগুলো একত্রিত করে। সেই তহবিল বিমা কোম্পানি বিনিয়োগ করে। এই পুঞ্জীভূত প্রিমিয়াম থেকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, কোন বিমা গ্রহীতার ক্ষতি হলে। ফলে সমস্ড় বিমা কোম্পানির ঝুঁকি একে অন্যের সাথে বণ্টিত হয়ে যায়। এই কাজটি বিমা কোম্পানি করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, বিমা হলো একটি ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ১৩ পাটের ব্যবসায়ী মমিন সাহেব পাটের গুদাম বিমা করেছিল। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উলে-খ না করায় বিমা কোম্পানি তার বিমাচুক্তি বাতিল করেছে। অন্যদিকে জনাব তুহিন সাহেব দীর্ঘদিন একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বিমা করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মমিন সাহেবের বিমাচুক্তি কোন কারণে বাতিল হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব তুহিনের প্রস্ড়াবটি প্রত্যাখ্যানের কারণ কী? যুক্তিসহকারে বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতাকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়তার বিপরীতে বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতার নিকট থেকে যে অর্থ নেয় তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ভগ্নাবশেষের মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে। সাধারণ বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু ঐ সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ সম্পত্তিটির মালিকানা বিমা কোম্পানির কাছে হস্ড়ান্ড়র হয়ে যায়। এই নীতিটিই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি।

গ চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের অভাবে উদ্দীপকে উলি-খিত মমিন সাহেবের বিমা চুক্তিটি বাতিল হয়েছে।
বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে সকল গুর"ত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তির এই নীতিকে চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের নীতি বলে।
উদ্দীপকের পাটের ব্যবসায়ী মমিন সাহেব পাটের গুদাম বিমা করে ছিলেন। তিনি পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উলে-খ করেননি। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উলে-খ না করায় বিমা কোম্পানি তার চুক্তি বাতিল করেছে। বিমাচুক্তি করার সময় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল উপস্থাপন করেছেন। তার সঠিক তথ্য পেলে বিমা কোম্পানি চুক্তিতে পরিবর্তন ও আনতে পারত। সুতরাং চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের নীতি লঙ্ঘন করার কারণে মমিন সাহেবের চুক্তিটি বাতিল হয়েছে।

ঘ বিমাযোগ্য স্বার্থের অভাবে জনাব তুহিন এর বিমা প্রস্ড়াবটি বিমা কোম্পানি প্রত্যাখ্যান করেছে।
বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে সাধারণত মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। বিমাকৃত সম্পদ বা কারো জীবনের ঝুঁকির সাথে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকতে হয়। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে।
উদ্দীপকের জনাব তুহিন সাহেব দীর্ঘদিন একটা ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বিমা করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তুহিন সাহেব দীর্ঘদিন ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকলেও ঐ বাড়িতে তার কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান এবং নীতি।
তুহিন সাহেবের ভাড়া বাড়িটি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় হলে তিনি আর একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতে পারবেন। ঐ বাড়িটি ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে তুহিন সাহেবের আর্থিক কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ঐ বাড়িতে অবস্থান করেন। একমাত্র প্রকৃত মালিকের ঐ বাড়িতে বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে। তুহিন সাহেবের কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া কেউ ঐ বাড়ির বিমা করতে পারবে না। যেহেতু তুহিন সাহেব ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া তাই তার ঐ বাড়ির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। সুতরাং বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির অনুপস্থিতির কারণে জনাব তুহিন সাহেবের প্রস্ড়াবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সাজিদ তার মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইলেকটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাকে বধা দেয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী? ১
খ. স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাজিদ কোন নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্ভাব্য বিপদজনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ স্বার্থ বা বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না। স্বার্থ বলতে এখানে সাধারণ ও আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। বিমার বিষয়বস্তুতে যার স্বার্থ নেই সে বিমা করতে পারে না। বিমার মূল নীতিগুলোর মধ্যে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতিকে উপেক্ষা করে কখনই বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না।

গ সাজিদ স্থলাভিষিক্ততার নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন।

স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আওতায় বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণ ক্ষতি পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ঐ সম্পদ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার করা যায় তার মালিক হয় বিমাকারী।

উদ্দীপকে সাজিদ তার মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি পুরো ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইকেলটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাকে বাধা দেয়। তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেয়ে গেছেন। পরবর্তী ভগ্নাবশেষ সম্পদটির উপর এখন বিমাকারীর দাবি আছে। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী সাজিদ চাইলেও বিক্রয় করতে পারবে না। অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আওতায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে এবং এই নীতির আওতায়ই সাজিদ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়াটা যৌক্তিক ছিল।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুসারে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পর ভগ্নাবশেষ অংশের মালিক বিমা গ্রহীতা থাকে না। ঐ অংশের মালিক হয় বিমাকারী প্রতিষ্ঠান। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে যেটুকু উদ্ধার করতে পারবে তা নিজের কাছে রাখবে।

উদ্দীপকের সাজিদকে দেখা যায় তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিয়েছেন। তিনি পুনরায় মোটরসাইকেলটির ভগ্নাবশেষ অংশটুকু বিক্রি করে অর্থলাভের চেষ্টা করেন। বিমাচুক্তির নীতি অনুসারে তিনি আর ঐ সম্পদের উপর দাবি করতে পারবেন না। বিমাচুক্তির স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি এখন ঐ মোটরসাইকেলটির মালিক। সাজিদ যদি ঐটা বিক্রি করতে যায় তাহলে নীতি লঙ্ঘন করা হবে। বিমাকারীর অধিকার আছে সাজিদকে বাধা দেওয়ার। প্রয়োজনে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। বিমাচুক্তির অন্যতম নীতি অনুযায়ী রায় তাদের পক্ষে থাকে। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেওয়াটা যৌক্তিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শাকিল যশোরের বেজপাড়া তার বাবা-মার সাথে থাকে। তাদের বাসার পাশে 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামের একটি সাইনবোর্ড শাকিল প্রায় লক্ষ্য করে। একদিন সে তার বাবাকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তার বাবা বলেন, এটি এক ধরনের ব্যবসায় যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যবসায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমানে ব্যবসায়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. অবিমাযোগ্য ঝুঁকি কী? ১

খ. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' কোন ধরনের কোম্পানি? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' ব্যবসায়টি গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হওয়ায় যথার্থ কারণ আছে কি? মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ঝুঁকির বিপরীতে বিমাপত্র গ্রহণ করা যায় না, তাকে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: চাহিদা পরিবর্তন, যুদ্ধ, হরতাল-অবরোধ, সরকারি নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি।

খ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সমবায়মূলক ব্যবস্থা হলো বিমা।

বিমা কোম্পানিতে এক সঙ্গে অনেকগুলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠা বিমা করে। কারও ঝুঁকি কম আবার কারও ঝুঁকি বেশি। বিমাকারী কোম্পানি বিমাগ্রহীতাদের ঝুঁকি সব বিমা গ্রহীতার মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেয়। এ জন্যই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' একটি বিমা কোম্পানি।

মানুষের জীবন ও সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই বিমা। বিমা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের শাকিল তার বাবা-মার সাথে থাকে। তাদের বাসার পাশে 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামের একটি সাইনবোর্ড সে প্রায় লক্ষ করে। একদিন সে তার বাবাকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তার বাবা বলেন, এটি এক ধরনের ব্যবসায় যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যবসায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আমরা বিমা ব্যবসায় এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, বিমা ব্যবসায় ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ফলে ব্যবসায় এর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সুতরাং বলা যায়, যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স একটি বিমা ব্যবসায়।

ঘ "যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' ব্যবসায়টি ঝুঁকি বণ্টন ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

এ ব্যবসায় মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলা করে। এতে বিমাগ্রহীতাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ঝুঁকি মোকাবিলা বলতে বিমা গ্রহীতাদের ঝুঁকি বহন করা বা সবার মাঝে বণ্টন করে দেয়াকে বোঝায়।

উদ্দীপকের শাকিল এর বাবা বলেন বর্তমানে 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' ব্যবসায়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। অর্থাৎ শুধু এই কোম্পানিই নয় বরং সকল বিমা ব্যবসায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। বর্তমানে মানুষ বিমা ব্যবসায়ের উপর অনেক খানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। জীবন ও সম্পদের নিশ্চয়তা বলতে তারা সরাসরি বিমা ব্যবসায়কে বুঝছে।

প্রত্যেকটা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির উপর ছোট বড় অসংখ্য খুঁকি বিদ্যমান। যেকোনো উপায়ে মানুষ তার ঝুঁকি কমাতে চায়। যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় এর মত বিমা কোম্পানিগুলো মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে। বিমা ব্যবসায়গুলো নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে মানুষের ঝুঁকি নিজে বণ্টন করে নেয়। আবার জীবন বিমার ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে ভবিষ্যতে মুনাফাসহ সমুদয় অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। যা মানুষকে নিরাপদ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। উপরোক্ত কারণে মানুষের কাছে বিমা ব্যবসায় গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. তিহান তার মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি তিহানের মায়ের নামে। ভূমিকম্প হলে বাড়িটি ভেঙ্গে পড়তে পারে এই কথা চিন্তা করে মি. তিহান বাড়িটি বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন মি. তিহানের মা নিজেই বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. তিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে পরবর্তী তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি একপাশে হেলে যায়। মি. তিহানের মা বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কি বোঝায়? ২

গ. কোন নীতির জন্য উদ্দীপকের মি. তিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তিহানের মা কি বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য? বিশে-ষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই হলো বিমা।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে সাধারণত মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ঝুঁকির সাথে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকলে এবং বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে। এরূপ স্বার্থ থাকলেই তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে, যার বিপরীতে বিমাচুক্তি সম্পদিত হতে পারে।

গ বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির জন্য উদ্দীপকের মি. তিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি।

বিমাকৃত সম্পদের উপর বিমগ্রহীতার সরাসরি স্বার্থ থাকতে হবে। বিমা যোগ্য স্বার্থ ছাড়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন সম্পদ বা জীবনের বিমা করতে পারে না।

উদ্দীপকের মি. তিহান তার মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকে। কিন্তু বাড়িটি তার মায়ের নামে। ভূমিকম্প হলে ক্ষতি হতে পারে একথা চিন্তা করে সে বিমা করতে যায়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তার বাড়িটি বিমা করতে অসম্মতি জানায়। বাড়িটি যেহেতু মি. তিহানের মায়ের নামে তাই তার মায়েরই এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে। মি. তিহানের বাড়িটির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য সার্থ হলো বিমা চুক্তির অন্যতম মৌলিক নীতি। এই নীতির অনুপস্থিতির জন্যই বিমা কোম্পানি মি. তিহানের প্রস্তাবটিতে অসম্মত জানিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মি. তিহানের মা বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য নন।

প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুসারে, বিম চুক্তিতে উলি-খিত প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতিত অন্য কোন কারণে বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতি দিবে না। বিমা করার সময় যাবতীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে হবে। বিমা চুক্তিতে সম্ভাব্য কারণগুলোও উলে-খ থাকে।

উদ্দীপকের মি. তিহানের মা নিজের বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. তিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে পরবর্তী তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়টি হেলে যায়। মি. তিহানের মা বিমা দাবি পেশা করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। বিমাচুক্তি করার সময় তিনি এই বিষয় উলে-খ করেননি। এমনকি ২য় তলার কাজ শুরু করার আগেও বিমা কোম্পানিকে বিষয়টি জানায়নি। মি. তিহান সাহেবের অবহেলার জন্য তার বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুসরণ না করায় মি. তিহানের মা বিমা দাবি পাবে না।

বিমাচুক্তি করার সময় বিমাকৃত সম্পত্তির সমস্ত বিষয়বস্তু ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থাপন করতে হয়। এ সময় বিমা কোম্পানি কিছু শর্ত জুড়ে দেয়। বিমা গ্রহীতাকে ঐ শর্তগুলো মেনে চলতে হয়। শর্তগুলো বিমা চক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। উদ্দীপকের মি. তিহানের মা শর্তগুলো মেনে চলেনি। তিনি দ্বিতীয় তলা করার সময় বিমা কোম্পানিকে জানায়নি। এমনও হতে পারত বিষয়টা জানার পর বিমা কোম্পানি প্রিমিয়াম বেশি দাবি করত অথবা বিমাটি বাদ দিত। সুতরাং মি. তিহানের মাকে বিমাদাবি না দেওয়াটা বিমা কোম্পানির পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে জীবন বিমা খাতে ৩১টি ও সাধারণ খাতে ৪৬টি কোম্পানি কাজ করছে। বিমা কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের কার্যপরিধি এখনও সীমাবদ্ধ। জীবন বিমা খাতে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ঝুঁকি নিরূপন, কিস্তির সংখ্যা ও হার সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায়। অন্যদিকে শিল্পে অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা সাধারণ বিমা খাতের উন্নয়নের পথে অনেক বড় বাধা হয়ে আছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি কী? ১

খ. 'জাহাজের চলাচল যোগ্যতা' নৌবিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ২

গ. বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হওয়ার পর যদি তা উদ্ধারযোগ্য হয় কিন্তু উদ্ধার খরচ উদ্ধারকৃত সম্পদের চেয়ে বেশি হয় তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

খ "জাহাজের চলাচল যোগ্যতা" নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত।

জাহাজ চলাচল যোগ্যতা বলতে অবস্থানগত যোগ্যতার সাথে অভিজ্ঞ কাপ্তান, নাবিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বোঝায় কে বোঝায়। চুক্তি করার সময় উলে-খ না করলেও উভয়পক্ষই ধরে নেয় যে জাহাজটি চলাচল যোগ্য।

গ বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তি জীবনের আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশলটি হলো বিমা। বিমাকারী ঝুঁকি বণ্টনকরী হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ে অনেকটা পিছিয়ে। বর্তমানে বিমা খাতে ৩১টি জীবন বিমা ও ৪৬টি সাধারণ বিমা কোম্পানি কাজ করছে। একটা ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ঝুঁকি। যে ব্যবসায়ে যত ঝুঁকি কম তারা তত দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। বিমা ব্যবসায়গুলো এসব বণ্টন করার দায়িত্ব পালন করে। তখন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

নৌপথে অনেক ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। নৌ বিমাপত্র নৌপথে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অগ্নিকাণ্ডজনিত যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব নেয় অগ্নিবিমা। ফলে ব্যবসায় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পারি বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় পিছিয়ে থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধান হলো বিমাপত্রের মেয়াদ, ঝুঁকির পরিমাণ।

বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করাই হল প্রিমিয়াম। প্রিমিয়াম মূলত বিমাকারী কর্তৃক বিমাগ্রহীতার বিমা দাবি পরিশোধের প্রতিশ্রুতির প্রতিদান। ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে বিমা ও ঝুঁকি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিমাপত্রের মেয়াদ ও ধরনের উপরও বিমা প্রিমিয়ামের হার নির্ভরশীল। সবকিছু ঠিক রেখে যদি মেয়াদ বেশি হয় তাহলে প্রিমিয়াম কম হবে। আবার মেয়াদি বিমা পত্রের থেকে আজীবন বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের পরিমাণ কম হয়।

ঝুঁকির ধরন প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান। যে বিমার বিষয়বস্তুর ঝুঁকি যত বেশি প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশি হবে। ব্যবস্থাপনা খরচও বিবেচ্য বিষয়। ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি হলে

প্রিমিয়ামও অনেক বেশি হয়। বিনিয়োগের সুবিধাও প্রিমিয়াম নির্ধারণে সহায়তা করে। দেশে যদি বিনিয়োগের সুবিধা ভালো থাকে তাহলে বিমা কোম্পানি বেশি আয় করতে পারবে। ফলে প্রিমিয়াম কর ধরবে।

প্রশ্ন ▶১৮ জনাব সালমান দীর্ঘদিন সুনামের সহিত ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তিনি বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অন্যীদকে তিনি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে রূপালি ব্যাংক লি. থেকে ১০% সুদে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছেন। দুবছর ঠিকমতো ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধ করতে পারলেও বর্তমানে সময়মতো পরিশোধ করতে পারছেন না। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. IDRA কী? ১

খ. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সালমানের রূপালি ব্যাংকের ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধ করতে না পারা কোন ধরনের ঝুঁকির অন্ড়র্ভুক্ত। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব সালমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়া কি যৌক্তিক? বিমা ব্যবসায়ের নীতির আলোকে মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IDRA (Insurance Development & Regulatory Authority) হলো বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে, তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।
বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ড় বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমিকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ড় বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ জনাব সালমানের রূপালি ব্যাংকের ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধ করতে না পারা হল আর্থিক ঝুঁকি।
এ ধরনের ঝুঁকি আর্থিক সংকটের কারণে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের সময়, মূলদনের সংকটের কারণে আর্থিক ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে।
উদ্দীপকের জনাব সালমান সাহেব ব্যবসায়ের প্রয়োজনে রূপালি ব্যাংক লি. থেকে ঋণ নিয়েছেন। ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাকা ১০% সুদে। দু বছর ঠিকমতো ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধ করেছেন। কিন্তু এখন আর সময়মতো কিস্ড়ি পরিশোধ করতে পারছেন না। জনাব সালমান সাহেবের ব্যবসায় আর্থিক সংকটের কারণে এরূপ হচ্ছে। বিষয়টা তাকে দেউলিয়াত্বের দিকে ধাবিত করছে। আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির দেউলিয়াত্বের সময় এমন ঝুঁকি সৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, জনাব সালমান সাহেবের ঋণ পরিশোধ করতে না পারা আর্থিক ঝুঁকির অন্ড়র্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী মোটর বিমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়াটা যৌক্তিক।
আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
সাধারণত মোটরযানের নিরাপত্তার জন্য মোটর বিমা করা হয়। নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করা হয়। কোন ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করে।
জনাব সালমান দীর্ঘদিন সুনামের সহিত ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তিনি বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এখানে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বদ্ধ ছিল। আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসারে বিমা গ্রহীতার সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করাই বিমা কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য। মোটর বিমায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে যে পরিমাণ পর্যন্ড় বিমা করা থাকে তা বিমাকারী পূরণ করবে। উদ্দীপকে গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে। এ জন্য বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করেছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী সালমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়াটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১৯ ফাহিমের মাথায় যত উদ্ভট চিন্ড়া। সে ভাবে যে মানুষটা কদিন পরেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তার জীবন বিমা করলে ঠকার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করলে গাড়িতে নানা সমস্যা হবেই, তাই বিমা করে টাকা পাওয়া যাবে। তবে বন্ধু আকন্দ বললো, নিজের লাভালাভের বিষয় না থাকলে যার তার ওপর বিমা করা যায় না। ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে বিমা কোম্পানিকে এতো পাগল ভেবো না। বিমা জুয়া নয়। অনেক নিয়ম নীতি ও হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে। *[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কাকে বলে? ১

খ. বিমা প্রিমিয়াম কিভাবে নির্ধারণ করতে হয়? ২

গ. 'যার তার ওপর বিমা করা যায় না' বলতে উদ্দীপকে কোন নীতির ইঙ্গিত মিলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আকন্দের কথার মধ্য দিয়ে বিমা একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে– এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্ভাব্য বিপদজনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ বিমাকারী ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমা গ্রহীতার কাছ থেকে যে অর্থ নেয় তাই প্রিমিয়াম। বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণের সময় বিমার ধরন, মেয়াদ, ঝুঁকি বিবেচনা করতে হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে আনুষঙ্গিক খরচাবলি সমন্বয় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে হয়।

গ 'যার তার উপর বিমা করে যায় না' বলতে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ ও জীবনের উপর বিমাগ্রহীতার স্বার্থকে বোঝায়। তবে স্বার্থটা অবশ্যই আর্থিক হতে হবে। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে।
উদ্দীপকের ফাহিমের মাথায় উদ্ভট চিন্ড়া। সেভাবে যে মানুষটা কদিন পরেই মারা যাওয়ায় সম্ভাবনা তার জীবন বিমা করতে। ফলে তার ঠকার সম্ভাবনা সে দেখছে না। আবার সে ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে অর্থলাভ করার চিন্ড়া করে। আকন্দ সাহেব বলেছেন যে যার তার উপর বিমা করা যায় না। বিমা করতে হলে ঐ জীবন বা সম্পদের উপর ফাহিমের বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে। ফাহিম ইচ্ছা করলেও বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া কারও উপর বিমা করতে পারবে না। উদ্দীপকের আকন্দ সাহেবের উক্তি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, তিনি বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির কথা উলে-খ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের আকন্দের কথামত বিমা একটি বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা– উক্তিটি যথার্থ।

বৈধ বলতে আইন দ্বারা স্বীকৃত ব্যবস্থাকে বোঝায়। কল্যাণকর বলতে উন্নয়নে সহায়ক কোনো কিছুকে বোঝায়। যা সমাজ ও ব্যবসায়ে উন্নয়নে সহায়তা করবে।

উদ্দীপকের আকন্দ সাহেব বলেন বিমা জুয়া খেলা নয়। অনেক নিয়ম-নীতি ও হিসাব নিকাশ এর মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে। অনেক নিয়ম-নীতি বিমা ব্যবসায়কে বৈধতা দেয়। অর্থাৎ শুধু বৈধ বিষয়গুলোর বিমা করা যায়। অন্যদিকে বৈধ বিষয়বস্তুর উপর বিমা করায় সমাজের কল্যাণ হয়। ব্যবসায়ীরা সহজে উৎসাহিত হয়।

নিময়-নীতি মেনে চলার কারণে অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়কে বিমার আওতায় আনতে পারে না। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়। ঝুঁকি একটা ব্যবসায় সম্প্রসারে ণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। বিমার মাধ্যমে ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। ফলে ব্যবসায় আরো সম্প্রসারিত হয়। বিষয়গুলো দেশ ও দশের জন্য কল্যাণকর। নিখুঁতভাবে নিয়ম-নীতি মেনে চলার কারণে শুধু বৈধ ব্যবসায়ীরা বিমা করতে পারে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের আকন্দ সাহেবের কথার মধ্য দিয়ে বিমা একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা চিহ্নিত হয়েছে যা পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২০ রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর সাথে মাসিক প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময় ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাপদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সম্ভ্রনেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমাটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন। *[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মেয়াদভিত্তিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে একে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

মৃত্যুহার পঞ্জিতে নির্দিষ্ট বয়স সীমায় বিমাকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বছরে কতজন মারা যেতে পারে তার একটি সম্ভাব্য পরিসংখ্যান থাকে। মৃত্যুহার পঞ্জি দেখে বিমাকারি ক্ষতিপূরণের একটা সম্ভাব্য প্রস্তুতি নেয়। যাতে হঠাৎ কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। উপরোক্ত কারণে জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকের রুবিনা ইসলাম সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

এ ধরনের বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য এ বিমা করা হয়। মেয়াদ শেষে বিমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নিজেই বিমা দাবির টাকা পাবেন। মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পাবেন।

উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্সে একটি বিমা করেন। মাসকি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১০ বছরের জন্য বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সম্ভ্রনেরা অর্থ পাবেন। বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই অর্থ পাবেন। সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিমা গ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পায়। এখানে রুবিনা ইসলামের মনোনীত ব্যক্তি তার সম্ভ্রনেরা এবং চুক্তি অনুসারে তারা বিমা দাবি পাবে। রুবিনা ইসলাম দীর্ঘ সময়ের জন্য বিমা করেছেন যা সাধারণ মেয়াদি বিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রুবিনা ইসলামের বিমার সমস্ড় বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায়, তিনি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছিলেন।

ঘ মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সমর্পণ মূল্য হিসেবে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে, কোন কারণে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হলে ঐ পলিসি সমর্পণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠান তার বিনিময়ে সমর্পণ মূল্য প্রদান করে। শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকের রুবিনা ইসলাম ১০ বছরের জন্য বিমা চুক্তি করেন। তিনি ৫ বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করেন। তারপর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বিমাটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। তিনি ২৫ শতাংশ প্রিমিয়াম ফেরত প্রদানের দাবি করেন। তার পলিসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমর্পন মূল্যের শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি দু বছরের বেশি সময় প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকার আছে। সকল বিমাগ্রহীতার শর্ত অনুসারে কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করলে সেই বিমা গ্রহীতা ২৫% সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। উদ্দীপকের রুবিনা ইসলাম এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি ২৫ শতাংশ অর্থ ফেরতের দাবি করেছেন যা নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক। আইন অনুসারে মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স তার দাবি পূরণে বাধ্য।

প্রশ্ন ▶২১ জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথক ভাবে বিমা করতে চাইলেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বড় ভাইকে বাদ দিয়ে জনাব আশিক ও তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করল। জনাব আশিক তার বড় ভাইয়ের নামে কেন বিমা করতে পারবেন না জানতে চাইলে বিমা কোম্পানির ব্যবস্থাপক বলেন, এটি তাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি ঢাকা]*

ক. স্বাস্থ্যবিমা কি? ১

খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিকের বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোনো চুক্তি করে না উদ্দীপকের আলোকে যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতাজনিত কারণে সংগঠিত চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহর জন্য যে বিমা চুক্তি করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুহার যে তালিকায় প্রকাশ করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

মৃত্যুহার কম-বেশি হলে বিমাকারীর ঝুঁকিও হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভাব্য মৃত্যুহার নির্ণয় ও জানতে চেষ্টা করে। এজন্য তারা অতীত তথ্য ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতি হাজারে মৃত্যুহারসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করে। যা মৃত্যুহার পঞ্জি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে জনাব আশিকের বিমাপত্রটি জীবন বিমাপত্র যা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

মানুষের জীবনের উপর জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে তার পোষ্যদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে জীবন বিমা।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথকভাবে বিমা করতে চাইলেন। মানুষ মরণশীল। কিন্তু কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে মৃত্যু হবে মানুষ তা জানে না। অপরিণত বা অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ আর্থিক দুর্দশায় পতিত হয়। এ দুর্দশা লাঘবে জীবন বিমা কাজ করে। এ বিমা অপরিপক্ক বয়সে উপার্জনশীল বা অন্য যেকোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ জীবন বিমার বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। শুধু মৃত্যু ঝুঁকিতে এখানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের জনাব আশিক তার নিজের জীবন, স্ত্রীর ও ভাইয়ের জীবন বিমা করতে চেয়েছেন। এখানে বিমার বিষয়বস্তু জীবন। তাই এটি জীবন বিমা চুক্তির আওতাধীন।

ঘ বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোনো চুক্তি করে না উক্তিটি যথার্থ।

বিমা হলো বিমা গ্রহীতা ও বিমা কোম্পানির মধ্যে লিখিত চুক্তি। মানুষের জীবন, সম্পদ ইত্যাদি বিমার বিষয়বস্তু। এসকল বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান থাকলে বিমা করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথকভাবে বিমা করতে চাইলেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বড় ভাইকে বাদ দিয়ে জনাব আশিক ও তার স্ত্রীর জীবনের উপর বিমা করল। জনাব আশিক তার বড় ভাইয়ের নামে কেন বিমা করতে পারবেন না তা জানতে চাইলে বিমা কোম্পানি বলে, এটি তাদের নিয়মে মধ্যে পড়ে না। বিমা চুক্তির একটি অন্যতম আইনগত উপাদান হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে যে পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উক্ত বিষয়বস্তুতে তার বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমা করা যায় না। যা বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি নামে পরিচিত। স্ত্রীর জীবনের উপর স্বামীর আর স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। কারণ একের মৃত্যুতে অন্যপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুতে জনাব আশিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তাই ভাইয়ের জীবনের উপর জনাব আশিকের বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এ বিমাতে স্বার্থ না থাকায় বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোন চুক্তি করেনি।

প্রশ্ন ▶২২ RAK motors এর মালিক জনাব ছাত্তার সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সহজ হয়। অপরদিকে তিনি তার কোম্পানিতে ব্যবহৃত বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য বিমা করার কথা চিন্তাভাবনা করছেন।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. গণদায় বিমা কী? ১

খ. জেটিসন কী বর্ণনা করো। ২

গ. ছাত্তার সাহেব শ্রমিকের জন্য কোন ধরনের বিমা পলিসি খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য ছাত্তার সাহেবের কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ সঠিক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোটর যান, রেলগাড়ি বা বিমানে চলাচলের সময় যাত্রীদের বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবহন প্রতিষ্ঠান যে বিমা করে তাই গণদায় বিমা।

খ জাহাজ থেকে সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করাই হল জেটিসন।

যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটা করা হয়। এরূপ করার পিছনে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের ছাত্তার সাহেব শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় পক্ষ বিমা পলিসি খুলেছেন।

সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার নিয়োজিত কর্মচারীদের নামে এরূপ বিমাপত্র ক্রয় করে। এ প্রক্রিয়ায় বিমাগ্রহীতা তৃতীয় পক্ষকে সুবিধা প্রদানের জন্য বিমা করে।

উদ্দীপকের RAK motors এর মালিক জনাব ছাত্তার সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সহজ হয়। তৃতীয় পক্ষ বিমার ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদের জন্য বিমা খুলেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সহজ হয়। জনাব ছাত্তার সাহেবের বিমা পলিসিতেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে। সুতাং আমরা বলতে পারি, জনাব সাত্তার সাহেব তৃতীয় পক্ষ বিমা পলিসি খুলেছিলেন।

ঘ বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য ছাত্তার সাহেব অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ সঠিক হবে বলে আমি মনে করি।

সম্পত্তির অগ্নিকান্ডের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য এ ধরনের বিমা খোলা হয়। অগ্নি বিমাকে ক্ষতি পূরণের চুক্তি বলা হয়। এ বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের ছাত্তার সাহেব তার কোম্পানিতে বয়লার এবং জেনারেটর ব্যবহার করেন। বয়লার এবং জেনারেটর এর দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য তিনি বিমা করতে চান। বয়লার এবং জেনারেটর উভয়েরই অগ্নিঝুঁকি বেশি রয়েছে। যেকোনো সময় অগ্নিকান্ডের মাধ্যমে তার সম্পদ দুটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর অগ্নি দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অগ্নি বিমা রয়েছে, তাই তিনি অগ্নিবিমা করবেন। বয়লার এবং জেনারেটর দুটি সম্পদই বিদ্যুৎ সম্পর্কিত। বিদ্যুৎ দুর্ঘটনার জন্যই সবচেয়ে বেশি অগ্নিকান্ড ঘটে। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বয়লার দ্বারা সিদ্ধ করার কাজ করা হয়। অন্যদিকে জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। তাই অগ্নিকান্ড ঘটাই দুটো সম্পদের জন্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণ। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, অগ্নিবিমা খোলাটায় ছাত্তার সাহেবের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।

প্রশ্ন ▶২৩ মি. আকাশ একটি কারখানার জন্য পদ্মা এবং যমুনা নামক দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেন। একটি দুর্ঘটনায় আকাশের কারখানায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিমতে উভয় কোম্পানি যৌথভবে জনাব আকাশকে সমান হারে মোট ২ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি জনাব আকাশ ৩০,০০০ টাকা বিক্রি করে দেন। সংবাদ পেয়ে উভয় কোম্পানি এ বিক্রয়মূল্যের ওপর দাবি উপস্থাপন করেন।

[ঘাটাইল ক্যান্টনমন্টে পাবলিক স্কুল ও কলেজ কলেজ, টাঙ্গাইল]

ক. প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝ? ১

খ. বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিমা চুক্তির কোন নীতির আলোকে উভয় বিমা কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর উভয় কোম্পানির দাবির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ বিমকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে একে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাস বিমাচুক্তির একটি অন্যতম উপাদান ও নীতি। পরম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি কইে বিমাচুক্তি গঠিত হয়। বিমাচুক্তির সর্বস্ড়রে সর্বোচ্চ বিশ্বস্ড়তার সাথে প্রতিটি কর্তব্য পালন করতে হয়। পণ্যের মত বিমাচুক্তিতে দেখে বা পরীক্ষা করে নেওয়ার কিছু নেই। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিমাচুক্তি হয়। এ জন্যই বিমাচুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ বিমাচুক্তির আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতির আলোকে উভয় বিমা কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

এ নীতি অনুযায়ী একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর কাছে বিমা করা হয়। সহ বিমাকারীগণ বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে যে বিমাকারীর কাছে সম্পত্তির যত অংশ বা যত টাকার বিমা করা হয়েছে তার কাছ থেকে বিমাগ্রহীতা সে অনুপাতে ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মি. আকাশ একটি কারখানার জন্য পদ্মা এবং যমুনা নামক দুটি কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেন। একটি দুর্ঘটনায় আকাশের কারখানায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। চুক্তিমত উভয় কোম্পানি যৌথভাবে জনাব আকাশকে সমান হারে মোট ২ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। আনুপাতিক হারের নীতিতে একাধিক বিমা কোম্পানি থাকে যা মি. আকাশ এর বিমায় দেখা যায়। দুটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে ক্ষতি প্রদান করছে যা আনুপাতিক হারের নীতির আওতায় পড়ে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয় থেকে বোঝ যায়, বিমাচুক্তির আনুপাতিক হারের নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে।

ঘ স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের উপর দাবি করাটা কোম্পানিসমূহের জন্য যৌক্তিক।

এই নীতিতে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী সম্পূর্ণ দাবি পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তি থেকে যে পরিমাণ সম্পত্তি উদ্ধার করা যায় তার মালিকানা বিমাকারী কোম্পানির কাছে চলে যায়। ভগ্নাবশেষের উপর বিমাগ্রহীতার কোন দাবি থাকে না।

উদ্দীপকের মি. আকাশ এর সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তিনি যেহেতু দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করেছিলেন। তাই দুইটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়। পরবর্তী সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেন। সংবাদ পেয়ে উভয় কোম্পানি এ বিক্রয়মূল্যের উপর দাবি উপস্থাপন করে।

আনুপাতিক হারের নীতি অনুসারে যতগুলো কোম্পানির কাছে বিমা করা হবে সবাই তাদের বিমার অংশ অনুসারে দায়বদ্ধ থাকবে। এখানো দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়েছে। তাদের বিমার আনুপাতিক হার অনুযায়ী তারা পরবর্তী ৩০,০০০ টাকার উপর দাবি পাবে। এখানে মি. আকাশ বেআইনিভাবে সম্পদ বিক্রয় করেছেন যদিও তার কোন দাবিই নেই ভগ্নাবশেষের উপর। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর উভয় কোম্পানির দাবিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৪ শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ড় একটি প্রতিবদেন জমা দিতে বলা হয়েছে। এজন্য সে বিভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন উলে-খ করেন। *[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বিমাকারী কী? ১

খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের শারমিন হোসেনের প্রতিবেদেনে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ের যে পটভূমি ওঠে আসবে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়াম নেওয়ার বিনিময়ে যে পক্ষ বিমাচুক্তিতে ঝুঁকির দায় বহন করে তাকে বিমাকারী বলে।

খ বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে বলে বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

বিমা হলো সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা চুক্তিতে উলি-খিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

গ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা গ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি বহন করে।

বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী উক্ত ক্ষতি পূরণ করে। যাতে বিমাগ্রহীতা আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে নিশ্চয়তা বোধ করে।

উদ্দীপকে শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ড় একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এ জন্য সে ভিন্ন ভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশে সকল বিমা কোম্পানি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। জীবন বিমা কোম্পানি ও সাধারণ বিমা কোম্পানি। উদ্দীপকের শারমীন হোসেন এ দু'ধরনের কোম্পানিতে পরিদর্শন করেছেন। দু'ধরনের বিমা কোম্পানিগুলো দুটি ভিন্ন সংস্থা (জীবন বিমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সামগ্রিক বিমা খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। মূলত এসব তথ্যই শারমীন হোসেনের প্রতিবেদনে ওঠে আসবে।

ঘ বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-বক্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হলো-বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এটি ২০১০ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

উদ্দীপকে শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর ছাত্রী। কলেজের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের বিমা ব্যবস্থার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিমা কোম্পানিতে পরিদর্শনও করেছেন। এ প্রতিবেদনে বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কিত তথ্যও উলে-খ করা।

শারমীন হোসেনের উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এ প্রতিষ্ঠান বিমার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিরক্ষার বিষয়টি তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় নিয়মবহির্ভূত কার্যক্রম তদারকি, শনাক্তকরণ ও দোষীদের শাস্ড়ি দিয়ে থাকে এ সংস্থা। এ সংস্থা ছাড়াও বাংলাদেশে বিমা একাডেমি, জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণে জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিমার সফলতার জন্য অনুসরণযোগ্য দিননির্দেশনা জেনে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা

আবশ্যক। বিমাগ্রহিতা নির্দিষ্ট হারে অর্থ পরিশোধ করলে বিমাপত্র উলি-খিত ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বিমা ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনে কোন নীতিগুলো বিমা ব্যবসায়ীর জানা প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি' বিশে-ষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ভগ্নাবশেষের মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে।

সাধারণ বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু ঐ সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ সম্পত্তিটির মালিকানা বিমা কোম্পানির কাছে হস্তান্তর হয়ে যায়। এই নীতিটিই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি।

গ বিমা ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের জন্য বিমার নীতিগুলো জানা প্রয়োজন।

বিমা ব্যবসায় তার কাজ সম্পাদনের জন্য যেসব মৌলিক নির্দেশিকা অনুসরণ করে তাকে বিমা ব্যবসায়ের মূলনীতি বলে। বিমা ব্যবসায়কে সফল ও অধিকতর কল্যাণমুখী করে তোলার জন্য মূলনীতি মেনে চলতে হবে।

উদ্দীপকে বিমা ব্যবসায়ের নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিমার সফলতার জন্য অনুসরণযোগ্য দিক নির্দেশনা জেনে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক। বিমার এই নীতিকে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতি বলা হয়। এ নীতি না মেনে চললে বিমা কোম্পানি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট হারে অর্থ পরিশোধ করলে বিমাপত্রে উলি-খিত ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারে। একে ক্ষতিপূরণের নীতি বলে। কেবলমাত্র বিমা পলিসিতে উলি-খিত প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে। সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণের নীতি মেনে না চললে বিমা কোম্পানি ব্যবসায়ে টিকে থাকতে পারবে না। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বিমা ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনে উপরোক্ত নীতিগুলো বিমা ব্যবসায়ীর জানা প্রয়োজন।

ঘ 'বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উক্তিটি যথার্থ।

আর্থিক ক্ষতি সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে। মানুষের জীবনের ও সম্পত্তির এই আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার প্রক্রিয়াই হল বিমা ব্যবস্থা।

উদ্দীপকে বিমার নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর বিশেষত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রীতাকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ করবে। বিমাগ্রহীতাকে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করাই বিমার মূল উদ্দেশ্য। তবে বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ না হলে ক্ষতিপূরণের দায় সৃষ্টি হয় না। তা পরিমাপ করে ততটুকু ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যেকটা ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অনিশ্চয়তা ঐ ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি। ব্যবসায়ীরা তখনই বিমা করে যখন এ ঝুঁকির সম্মুখিন হয় তারা। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই থাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া। মানুষ ঝুঁকির সম্মুখীন হলে একমাত্র তখনই বিমা কোম্পানির কাছে যায় উক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিমা করতে। বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। সুতরাং বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

প্রশ্ন ▶২৬ সুমন সাহেব একটি ইলেকট্রনিকসের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ অর্থই নিজস্ব তহবিল হতে ব্যবস্থা করেছেন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় এ মাসে সুমন সাহেব তার পাওনাদারদের দেনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। সম্প্রতি তিনি তার জীবনের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করেন। তবে তার ক্যান্সার রোগের কথা বিমা কোম্পানির নিকট গোপন করলেও বিমা কোম্পানি তা পরবর্তীতে জানতে পারে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে সুমন সাহেব কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যদি সুমন সাহেব মারা যান তাহলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করবে কি না যাচই করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান তাই বিমাযোগ্য স্বার্থ।

খ বিমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই নীতি অনুযায়ী বিমাপত্রে উলি-খিত প্রত্যক্ষ কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী তা প্রদান করে। বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পদের যে টুকু ক্ষতি হয় তা পরিমাপ করে সেইটুকু ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বলে বিমাচুক্তি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ উদ্দীপকের সুমন সাহেব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।

এ ধরনের ঝুঁকি সাধারণত আর্থিক সংকটের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সাধারণত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠারে দেউলিয়াত্বের সময়, মূলধন স্বল্পতার কারণে আর্থিক সংকটের বা ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে সুমন সাহেব একিট ইলেকট্রনিকসের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ অর্থই নিজস্ব তহবিল হতে ব্যবস্থা করেন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় এ মাসে সুমন সাহেব তার পাওনাদারদের পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এই বিষয়গুলো তাকে দেউলিয়াত্বের দিকে ধাবিত করছে। অন্যদিকে তার এই ঝুঁকির প্রধান কারণই মূলধনের ঘাটতি। আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমরা একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি সুমন সাহেব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।

ঘ সুমন সাহেব মারা গেলে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির আওতায় বিমাকারী তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করবে না।

এই নীতি অনুসারে বিমাপত্রের উভয়পক্ষ বিমার বিষয়বস্তু ও অন্যান্য ব্যাপারে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একে অন্যের কাছে প্রকাশ করবে। বিমাচুক্তি সম্পাদনের সময় কোন তথ্য গোপন রাখবে না।

উদ্দীপকের সুমন সাহেব তার জীবনের জন্য একটি বিমাচুক্তি করেন। চুক্তি করার সময় তার ক্যান্সার রোগ ছিল। কিন্তু তিনি এটা গোপন করে ছিলেন। তবে বিমা কোম্পানি পরবর্তীতে বিষয়টি জানতে পারে। এই চুক্তিতে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি বিমাপত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সুমন সাহেব এই নীতি অনুসরণ না করে তথ্য গোপন করেছে। বিমা কোম্পানি যখনই বিষয়টি জানতে পেরেছে তখনই বিমাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনও হতে পারত বিষয়টি আগে জানলে বিমা কোম্পানি তার সাথে কোন চুক্তি করত না। কিংবা বেশি প্রিমিয়াম দাবি করত। সুতরাং বলা যায়, সুমন সাহেব কোন বিমা দাবি পাবেন না।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রাতুল এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা রাহুল তার সন্তানের ভবিষ্যৎ পড়াশোনার খরচ নির্বাহের জন্য খুবই চিন্তিত। তিনি তার এক বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী রাতুলের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য উপনীত হন। তিনি প্রস্তাবক হিসাবে তার ছেলে রাতুলকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু বিমা কোম্পানি রাতুলকে প্রস্তাবক হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। উপায় না পেয়ে রাহুল নিজেই প্রস্তাবক হিসেবে বিমা চুক্তিটি সম্পাদন করেন। *[মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বিমাকে পরম সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ১

খ. কোন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি দেয়া হয় না। ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে গৃহীত বিমাটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চুক্তির কোন উপাদানটির অনুপস্থিতিতে রাতুরকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি? আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাগ্রহীতা ও বিমা কোম্পানি বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য পরস্পরকে প্রদানে বাধ্য থাকায় বিমাকে পরম সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

খ পুনঃস্থাপন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি দেয়া হয় না।

বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনঃস্থাপন বিমাপত্রে বিমা কোম্পানি সম্পত্তি পুনঃস্থান করে দেয়। এর ফলে বিমাগ্রহীতা কোনো নগদ ক্ষতিপূরণ পায় না। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি লাভ করে। এক পুরনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ' বিমাপত্রও বলা হয়। সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

গ উদ্দীপকে গৃহীত বিমাটি জীবন বিমার আওায় শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য পিতামাতা শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র করে। ফলে শিক্ষা ব্যয় বহনে পিতা-মাতাকে হিমশিম খেতে হয় না।

উদ্দীপকে রাতুল এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা রাহুল তার সন্তানের ভবিষ্যৎ পড়াশুনার খচর নির্বাহের জন্য খুবই চিন্তিত। বন্ধুর পরামর্শে ছেলের পড়াশুনা ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি একটি বিমা চুক্তি করেন। এক্ষেত্রে লেখাপড়ায় খরচ মেটাতে শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র করা হয়েছে। এর আওতায় বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিমা কোম্পানি তার পোষ্যদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে মারা গেলে আর বিমাকিস্তির অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হয় না। মৃত্যুরপর থেকেই বিমাকারি শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। উদ্দীপকেকে রাহুল তার ছেলে রাতুলের পড়াশুনার খরচ নির্বাহের জন্য বিমাপত্র করে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে রাহুলের বিমাপত্রটি শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রের স্বরূপ।

ঘ চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

বিমা হলো দুই পক্ষের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি। বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা এ চুক্তির দু'পক্ষ। বিমা চুক্তি সম্পাদনের জন্য সকল বৈশিষ্ট্য এ দু'পক্ষের থাকা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে রাতুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা রাহুল তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য রাতুলের নামে একটি শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই রাহুল নিজেই প্রস্তাবক হিসেবে চুক্তিটি করেন।

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন অনুযায়ী, চুক্তি সম্পাদনের ন্যূনতম বয়স হলো ১৮ বছর। ১৮ বছরের কম বয়সীরা নাবালক এ আইন অনুসারে, তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি কতে পারে না। উদ্দীপকের রাতুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এ বিবেচনায় তার বয়স অবশ্যই ১৮ বছরের চাইতে কম। তাই সে নাবালক। এ কারণে তার চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। এ থেকে বলা যায়, চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাব হিসাবে অনুভুক্ত করা যায়নি।